দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের সদস্য না থাকলে দুর্নীতি কমবে

অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের পেছনে আছে এদের মদদ

শিপা চৌধুরী : রাজধানীসহ দেশের অনেক স্কুল-কলেজে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করা হচ্ছে। এতে করে অভিভাবকদের আর্থিক চাপের মধ্যে পড়তে হয়। সংসদ সদস্যদের প্রভাবেই এই ভর্তি বাণিজ্য আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন পেশাজীবীরা মনে করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক দলের সদস্য না থাকলেই এই দুর্নীতি কমে আসবে। তবে শিক্ষাবিদরা মনে করেন সকল সংসদ সদস্য খারাপ নয়। এমন অনেক সংসদ সদস্য আছেন যারা পৈতৃক সম্পত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। কাজেই দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। গত বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত 'ভর্তিবাণিজ্য : জনতার সংলাপ' শীর্ষক এ অনুষ্ঠান নিয়ে সচেতন মহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলে এর প্রেক্ষিতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) এ বিষয় নিয়ে ইনকিলাবের সাথে অভিমত প্রকাশ করছেন দেশের কয়েকজন শিক্ষাবিদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আআমস আরেফিন সিদ্দিক ইনকিলাবকে বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শিক্ষা অনুরাগী হলে কিংবা অবসরপ্রাপ্ত ভিসি, প্রক্টর, প্রিন্সিপাল কিংবা দীর্ঘদিন ধরে যারা শিক্ষা বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন তারা গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হতে পারেন। অর্থাৎ যারা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবসময়ের জন্য তারাই এই পদটিতে আন্তরিক হবেন। ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে একটি খারাপ প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করে ভিসি আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ভর্তির সাথে বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডোনেশন বা অতিরিক্ত ফি আদায় করে অভিভাবকদের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটি চক্র দুর্নীতির করে ভর্তির ফি আদায় করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধা ও আসন সংখ্যা ভিত্তি ভর্তি শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে। এখানে ব্যবসা না করাই ভাল। আমি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে একমত, যারা অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করেছে তাদের টাকা ফেরত দিতে হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, দেশের সকল ধরনের স্কুল ও কলেজগুলোতে সরকারি নির্দেশনাবলী অবশ্যই মানতে হবে। অমান্যকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করে দিলেই হবে না, প্রয়োজনে ওই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বা স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে হবে। ফাহিমা খাতুন বলেন, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এক নয়। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংসদ সদস্য থাকতে পারবেন না বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিত।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য প্রধান কাজী ফারুক আহমেদ ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না এমন বিতর্ক না করে বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় কি কি ত্রুটি আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। কাজী ফারুক বলেন, এমন অনেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আছেন যারা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা করেই যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়া ভাল। কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, ভর্তি বাণিজ্য দূর করতে হলে স্কুল মনিটরিং বাড়াতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে স্কুলের লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে। নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হলে লেখাপড়ার মান ভাল হয়। প্রতিষ্ঠানের নামে শাখা বৃদ্ধি করলেই লেখাপড়া ভাল হবে তা নয়। আমাদের প্রতিটি এলাকায় যেসব স্কুল-কলেজ আছে সেসব স্কুল কলেজের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই নামিদামি স্কুলের ওপর ভর্তির চাপ কমবে এবং ভর্তি বাণিজ্য রোধ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার শিক্ষকদের শুধু সরকারি বেতনের একটি অংশ দেয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও আরো শিক্ষকের জন্য আরো টাকা দরকার। সে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। ইংলিস মিডিয়ামে ভর্তি ফি বেশি। বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তির ফি সমান রাখতে হবে বলে জানান তিনি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী ইনকিলাবকে বলেন, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা সভাপতি সংসদ সদস্য তারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপালরা তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ভর্তি ফি নিয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠান কোন প্রক্রিয়ায় টাকা ফেরত দিবে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিবে।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মো. সেলিম হুঁইয়া ইনকিলাবকে বলেন, ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ করতে সরকারকে বাস্তবমুখী ও গঠনমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়ার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় আসে তার দলীয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গভর্নিং বডির দায়িত্বে থাকেন। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান রাজনীতি দলের কেউ হবেন না। একজন নিরপেক্ষ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও হতে পারেন। কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রিন্সিপালদের স্বাধীনতা দিতে হবে। দলীয় ব্যক্তিরা গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ায় অধ্যক্ষ ও প্রিন্সিপালরা তাদের জিম্মি হয়ে থাকেন। কাজেই সরকারকে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

এদিকে, গত বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত 'ভর্তিবাণিজ্য : জনতার সংলাপ' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে বেশি টাকা নেয়া সব প্রতিষ্ঠানকেই টাকা ফেরত দিতে হবে। সরকার এজন্য কমিটি করেছে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর এখন তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, মেধাবীরা অবশ্যই পছন্দের প্রতিষ্ঠানে পড়বে। সরকার এ সুযোগ করে দেবে। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবকে পুঁজি করে ভর্তিবাণিজ্য হচ্ছে। বহুদিনের জঞ্জাল রাতারাতি দূর করা যাবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা মহানগরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ৪০০। এগুলোর মধ্যে ৩২ প্রতিষ্ঠানে জরিপ চালিয়ে ২৪টি প্রতিষ্ঠানে বেশি টাকা নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ প্রতিবেদন তৈরি করতে শাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখেছে, ৩২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪টিই সরকারি ভর্তি নীতিমালার বাইরে টাকা নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৫টি প্রতিষ্ঠান ভর্তি ফি ১০ হাজার টাকার বেশি নিয়েছে। নীতিমালার বাইরে বেশি টাকা নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, মিরপুর বাংলা হাইস্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা হাইস্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

বেশি টাকা নেয়নি যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে দেখা গেছে ২৪টির মধ্যে আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি টাকা নেয়নি। এগুলো হচ্ছে- ইস্ট্রিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কিশলয় বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, বাড্ডা আইডিয়াল স্কুল এবং কাকলী উচ্চবিদ্যালয়।